ট্রেন দুর্ঘটনা: মা হারানো সেই শিশু মাহিমার দায়িত্ব নিলেন উপমন্ত্রী শামীম

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় রেল দুর্ঘটনায় নিহত শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলার তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশুসহ তিনজন। আহতদের মধ্যে শিশু মাহিমার (৩) চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম।

নিহতরা হলেন, ভেদরগঞ্জ উপজেলার আরশিনগর ইউনিয়নের মাদবর কান্দির বাসিন্দা অলু হাওলাদারের মেয়ে কাকলী বেগম (২২), পার্শ্ববর্তী জালালপুর ইউনিয়নের বাসিন্দা কাকলী বেগমের মামী শাশুড়ি আমাতন বেগম (৪৫), আমাতন বেগমের মেয়ে মরিয়ম (৪)।

এছাড়া ঘটনায় কাকলী বেগমের মেয়ে শিশু মাহিমা (৩), শাশুড়ি রাহিমা বেগম (৪৫), মামা শ্বশুর জাহাঙ্গীর মিয়া (৫০) গুরুতর আহত অবস্থায় রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

কাকলীর পরিবারের সদস্যরা জানায়, গতকাল বুধবার সিলেটের হযরত শাহজালাল (র) এর মাজার জিয়ারত করতে যান কাকলী, তার মেয়ে, শাশুড়ি, মামা শ্বশুর, মামী শাশুড়ি ও মামা শ্বশুরের মেয়ে মরিয়ম। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের কারণে তারা বাড়ি ফিরতে না পারায় সিলেটে তাদের এক আত্মীয়র বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন তারা।

সেখানে ৪ দিন থাকার পর সোমবার রাতে ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে তারা। গত মঙ্গলবার ভোররাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলায় তাদের বহনকারী ট্রেনটির সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

এতে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। তাদের মধ্যে শরীয়তপুরের তিনজন নিহত ও শিশু মাহিমাসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহতরা ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। নিহতদের লাশ এনে ভেদরগঞ্জে দাফন করা হয়েছে।

উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীমের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএস) শিপন শিকদার জানান, বুধবার সকালে সিএমএইচে শিশু মাহিমাকে দেখতে যান উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম। তিনি তার চিকিৎসার খোঁজখবর নেন।

শিপন শিকদার আরও জানান, শিশু মাহিমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন উপমন্ত্রী। এছাড়া শিশুটির পরিবারের পাশে থাকার ঘোষণা দেন এনামুল হক শামীম।

আরশিনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামছুজ্জোহা রতন জানান, শিশু মাহিমা রাজধানীর সিএমএইচে ভর্তি রয়েছে। তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন স্থানীয় এমপি ও পানিসম্পদ উপমন্ত্রী এনামুল হক শামীম।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ভেদরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তানভীর আল নাফিস।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

ক্যাসিনো সম্রাট ও আরমানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

ঢাকা মহানগর (দক্ষিণ) যুবলীগের বহিষ্কৃত সভাপতি ইসমাইল হোসেন চৌধুরী সম্রাট ও তাঁর সহযোগী এনামুল হক আরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে দুদকের দুই কর্মকর্তা আলাদা দুটি মামলা করেছেন।
দুদকের মুখপাত্র প্রণব কুমার ভট্টাচার্য সাংবাদিককে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
সম্রাটের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দুদকের উপপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম। তাঁর বিরুদ্ধে ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

আরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দুদকের উপ পরিচালক সালাউদ্দিন। আরমানের বিরুদ্ধে ২ কোটি ৫ লাখ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে।
রাজধানীর অপরাধজগতের নিয়ন্ত্রক হিসেবে সম্রাট দীর্ঘদিন ধরেই আলোচনায় ছিলেন। রাজনৈতিক পরিচয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় অপরাধ জগতের

অপ্রতিরোধ্য সম্রাট হয়েছিলেন তিনি।

রাজধানীর কাকরাইলে ভূঁইয়া ট্রেড সেন্টারে অফিস খুলে অপরাধ জগৎ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এক সময় ‘গডফাদারদের’ পক্ষে চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি-তদবির করলেও পরে রাজনৈতিক পর্যায়ে ক্ষমতাধর হয়ে ওঠেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা থেকে মনোনয়ন চেয়ে ব্যর্থ হন। সামনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

ক্যাসিনোবিরোধী অভিযান শুরু হওয়ার পর আবার আলোচনায় আসে সম্রাটের নাম। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও রাজনৈতিক অঙ্গনের লোকেরা মনে করছিলেন, ঢাকায় ক্যাসিনো ব্যবসার প্রধান নিয়ন্ত্রকই হলেন সম্রাট। শুরুতে কয়েক দিন কাকরাইলে নিজের অফিসে থাকলেও পরে তাঁর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব।

গ্রেপ্তারের পর বন্য প্রাণীর চামড়া রাখার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত সম্রাটকে ছয় মাসের কারাদÐ দেন। অস্ত্র ও মাদক রাখায় সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে মামলা করা হয়।

দুই মামলায় সম্রাটকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে র্যাব। মামলার তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, তাঁর কাছে ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা আছে। সূত্র বলছে, জিজ্ঞাসাবাদে সম্রাট জানিয়েছেন ক্যাসিনো, টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি থেকে তিনি এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন। ১৮ সেপ্টেম্বর ক্যাসিনোবিরোধী অভিযানের পর তিনি কাকরাইলে ভূঁইয়া ট্রেড সেন্টারে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

সেখান থেকে নগদ টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছেন।
দুদকের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত সম্রাটের মাত্র ২ কোটি ৯৪ লাখ টাকার নথিপত্র পাওয়া গেছে।
সম্রাটের ক্যাশিয়ার হিসেবে পরিচিত ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সহসভাপতি আরমান। ক্যাসিনো, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির টাকার বড় অংশ আরমানের কাছে রাখতেন সম্রাট। ‘লাগেজ পার্টি’ থেকে যুবলীগ, ক্যাসিনো ও সিনেমা প্রযোজক হয়ে আরমান দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সব জায়গা।

গত শতকের নব্বইয়ের দশকে বিদেশ থেকে ‘লাগেজ পার্টির’ আনা ইলেকট্রনিক পণ্য বায়তুল মোকাররম এলাকার দোকানে দোকানে বিক্রি করতেন। পরে নিজেই লাগেজ পার্টির কারবারে যুক্ত হন। ২০১৩ সালে

যুবলীগের পদ পেয়ে অল্প সময়ে গড়ে তোলেন বিত্তবৈভব। জুয়া- ক্যাসিনোর টাকায় নামেন সিনেমা প্রযোজনায়ও।

সম্রাটের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুবাদেই ২০১৩ সালে যুবলীগের মহানগর দক্ষিণের সহসভাপতির পদ পান আরমান। সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় ক্লাবপাড়ার ক্যাসিনো ও জুয়া-বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রকে পরিণত হন আরমান। তিনিই সম্রাটকে ক্যাসিনো ব্যবসায় আগ্রহী করেন বলে প্রচার আছে। সম্রাটের হয়ে পুরো ক্যাসিনো ব্যবসা দেখভালের দায়িত্ব পালন করতেন আরমান।

৬ অক্টোবর কুমিল্লা থেকে সম্রাটের সঙ্গে গ্রেপ্তার হন আরমানও। গ্রেপ্তারের সময় মদ্যপ ছিলেন আরমান। তাঁর কাছে মাদকও পাওয়া যায়। সে কারণে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁকে ছয় মাসের কারাদÐ দেন।

- নিজেস্ব প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখী ‘তুর্ণা নিশীথা’র সঙ্গে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করা ‘উদয়ন এক্সপ্রেস’ ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ।

সোমবার (১১ নভেম্বর) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মন্দবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে, দুর্ঘটনার পর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম-সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন বাংলানিউজকে জানান, মৃতদের মধ্যে নয়জন ঘটনাস্থলে, সদর হাসপাতালে দুইজন, কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনজন এবং কুমিল্লা সদর হাসপাতালে একজন মারা যান।

জানা যায়, উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি তুর্ণা নিশীথাকে সাইড দিচ্ছিলো। তখন উদয়ন ট্রেনের অর্ধেক বগি অন্য লাইনে ঢোকার পর বাকি বগিগুলোতে তুর্ণা নিশীথা ধাক্কা দেয়। এতে দুটি বগি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সর্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক তানহারুল ইসলাম বাংলানিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শ্যমল কান্তি দাস বাংলানিউজকে জানান, দুইটি ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বগির নিচে আরও মরদেহ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হতাহতদের উদ্ধারে স্থানীয়রাসহ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

- নিউজ ডেক্স

‘ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ পড়ছিল, বুলবুলের ভয়ে ফিরতে হল’

বঙ্গোপসাগরে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছিল, ঠিক তখনই ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের ভয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বলে হতাশার কথা জানিয়েছেন বাগেরহাটের জেলেরা।

জেলার কচুয়া উপজেলার ভাসা গ্রামের ইমারত আলী বলেন, “পুরো ২২ দিনের অবরোধ (নিষেধাজ্ঞা) শেষে পূর্ণিমার গোন শুরু হচ্ছিল। সাগরে ঝাঁকে ঝাঁক ইলিশ মিলছিল। কিন্তু সাগর উত্তাল হওয়ায় টিকতে না পেরে দ্রæত ফিরে আসতে হল।
একই অনুভূতির কথা জানিয়েছেন আরও অনেক জেলে।

জেলার পাথরঘাটা উপজেলার মো. মোহাসিন মিয়া বলেন, তিনি চার দিন আগে সাগরে গিয়েছিলেন। আরও দিন দুই-তিনেক থাকার ইচ্ছা ছিল তাদের।

কিন্তু সাগরে বড় বড় ঢেউ আর বাতাসে টিকে থাকা সম্ভব হল না। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি। যারা যেদিক পারছে উঠে আসছে।

ইলিশ শিকারের মৌসুম হওয়ায় সকালে ১০ নম্বর বিপদ সংকেত উপেক্ষা করেও কিছু জেলেকে শনিবার সকালে বলেশ্বর নদে মাছ ধরতে দেখা গেছে। তবে বেলা ৩টার মধ্যে ফিরে গেছেন অধিকাংশ।

এদিকে ঝড়ের কারণে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত ঘোষণায় সিডর বিধ্বস্ত বাগেরহাটের উপকূলীয় উপজেলা শরণখোলার মানুষের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।
উপজেলার সাউথখালী ইউনিয়নে বগী এলাকায় বেড়িবাঁধের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন আট সহস্রাধিক মানুষ। তবে ঝুঁকি থাকলেও আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা একটি বড় অংশের মানুষের।

স্থানীয়দেন ভাষ্য, ঘর ফেলে সবাই যাবেন না। রাতে বাতাস ও পানির চাপ বাড়লে তখন প্রয়োজন হলে আশ্রয়কেন্দ্রে যাবেন তারা। তবে সন্ধ্যা থেকে ঝঁকিপূর্ণ এলাকার মানুষদের সরিয়ে নিতে চাপ প্রয়োগ করছে প্রশাসন।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি বাড়ছে। মাঝে মাঝে থামছে। আবহাওয়া কিছুটা গুমোট। এটা সাইক্লোন সিডরের মতো প্রচÐ ঝড়ের লক্ষণ।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

ভোলায় ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাত, আহত ৮

ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে দ্বীপ জেলা ভোলার লালমোহন ও চরফ্যাশন উপজেলায় ঝড়ো বাতাসে সাতটি ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। এ সময় ৮ জন আহত হয়েছেন।
গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে লালমোহনের পশ্চিম চর উমেদ ও

চরফ্যাশনের

ওসমানগঞ্জ ইউনিয়নের এ ঘটনা ঘটে।
আহতদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে তিনজনের নাম পাওয়া গেছে। এরা হলেন পশ্চিম চর উমেদ

৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আব্দুর রশিদ মাল, তার ছেলে ইমরান ও তিশান। ওই এলাকার বাসিন্দা মো. ইব্রাহিম জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি ঘুর্ণিঝড়ের বিকট আওয়াজ শুনতে পায়। মুহূর্তের মধ্যে ওই এলাকার রশিদ মালসহ একই বাড়ির আরও দুইটি ঘর বিধ্বস্ত হয়।

এ সময় বাড়ির গাছপালাও উপড়ে পড়ে।

তিনি আরও জানান, একই সময়ে ওই এলাকার পাশের এলাকা চরফ্যাশনের ওসমানগঞ্জ ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের আব্দুল মোতালেব ও তার ছেলে মামুন ও বিল্লালের ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশের আরেকটি বাড়ির আব্দুল মুনাফের বসত ঘরটিও বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এ সময় ওই এলাকার রাস্তার গাছপালাও উপড়ে পড়েছে বলে জানান তিনি।

অপরদিকে লালামোহন উপজেলার লর্ডহাডিঞ্জ ইউনিয়নের চরপেয়ারীমোহন এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ে ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে অন্তঃত পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তবে সেখানকার আহতদের নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি।

লালমোহন উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাবিবুল হাসান রুমি বলেন, আমরা লর্ডহাডিঞ্জ ইউনিয়নের রায়চাঁদ এলাকায় গাছ পড়ে একজন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। তবে বাকিদের খবর আমরা পাইনি।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

কিছুটা দুর্বল হয়ে বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’

বাংলাদেশের উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়া প্রবল সাইক্লোন ‘বুলবুলের’ কারণে ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড়টি আরো উত্তর দিকে অগ্রসর হয়েছে।
সকাল ছয়টা নাগাদ প্রবল ঘূর্ণিঝড়টি চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর থেকে ৫২৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মংলা সমুদ্র বন্দর থেকে ৩৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে।

এই ঘূর্ণিঝড়ের ৭৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ১৩০ কিলোমিটার থাকবে, যেটি ঝড়ো হাওয়ার আকারে ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
মংলা এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরের জন্য ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে।
উপকূলীয় জেলা ভোলা, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরায় দ্বীপ এবং চরসমূহ ১০ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

এছাড়া চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফেনী, ল²◌ীপুর, চাঁদপুরের দ্বীপ এবং চরসমূহের জন্য ৯ নম্বর মহাবিপদ সংকেত জারি করা হয়েছে।

সমুদ্র বন্দরগুলোতে এরই মধ্যে পণ্য উঠা-নামা বন্ধ রয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ স্বাভাবিকের চেয়ে আরো পাঁচ থেকে সাত ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর সতর্ক করে দিয়েছে।

এরই মধ্যে উপকূলীয় বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে স্থানীয় এলাকাবাসীকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এনজিও কর্মী, রোভার ও স্কাউট সদস্যরা।

এদিকে, সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল। বঙ্গোপসাগর উপকূলে দুপুর ১২টা থেকে ঝড়ো হাওয়া শুরু হলেও গতকার শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের অগ্রবর্তী অংশ সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট অংশে আঘাত হানতে শুরু করেছে।

একই সাথে বেড়েছে ৪ থেকে ৫ ফুট পানির উচ্চতা। এখন ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের অগ্রবর্তী অংশ সুন্দরবনের বঙ্গবন্ধু আইল্যান্ড, হিরণ পয়েন্ট, দুবলারচর, মেহের আলীর চর, অফিসকিল্লা, মাঝেরচর, আলোরকোল, মরণেরচরে আছড়ে পড়েছে।

১২০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বইছে। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রেমেই বাড়ছে ঝড়ের তিব্রতা। তছনছ করে দিয়েছে দুবলার চরের

অস্থায়ী শুঁটকি পল্লী। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) দুবলারচর ভিএইচএফ স্টেশনের অপারেটর মো. কাশেম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।

দুবলারচর ভিএইচএফ স্টেশনের অপারেটর আরও জানান, বাগেরহাটের পূর্ব সুন্দরবন বিভাগের দুবলারচরের অস্থায়ী শুঁটকি পল্লী এলাকার আলোরকোল, মেহেরআলীর চর, মাঝেরকেল্লা, অফিসকিল্লা ও শেলারচরে ২২ বছর আগে নির্মিত হওয়া জরাজীর্ণ ৫টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে ৬ হাজারেরও বেশি জেলেরা আশ্রয় নিতে পেরেছে।

এসব আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান সংকুলন না হওয়ায় শুঁটকি পল্লীসহ ঝড়ের কারণে সাগর থেকে আসা আরো কয়েক হাজার জেলে নৌযানে করে ছোট-ছোট খালে আশ্রয় নিয়েছে। ঝড়ের তীব্রতা বাড়ায় নৌযানে করে সুন্দরবনের খালে আশ্রয় নেয়া জেলেদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

বাবরি মসজিদের সেই জায়গায় হাজারবার খুঁড়েও পাওয়া যায়নি মন্দিরের অস্তিত্ব

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নিচে ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাজারবার খুঁড়েও কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ওই এলাকায় বেশ কয়েকবার খোঁড়াখুঁড়ি চালানো হয়েছে।

কিন্তু কোনো প্রতœতাত্তি¡কই মন্দির পাননি।
এমনকি সর্বশেষ ভারতের প্রতœতত্ব বিভাগ ‘দ্য আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া’র (এআইএ) প্রতœতাত্তি¡ক খননেও কোনো মন্দির মেলেনি। এএসআই’র চূড়ান্ত রিপোর্টেও কোনো মন্দির থাকার কথা উল্লেখ করা হয়নি।

সংস্থাটির দুই প্রতœতাত্তি¡কের মতে, মসজিদের নিচে প্রাচীন

মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল। বাবরি মসজিদ ভূমি সংক্রান্ত মামলার রায়ে এএসআই’র রিপোর্টের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন ভারতের সুপ্রিমকোর্টি।

গত শুক্রবার দ্য ওয়ারের এক রিপোর্টে এসব তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্টটি ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে প্রথম প্রকাশ করা হয়েছিল।

এখন থেকে প্রায় ২৬ বছর আগে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয় বর্তমান ক্ষমতাসীন বিজেপি, শিব সেনা ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উগ্রপন্থীরা। চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচন সামনে করে এমনকি চূড়ান্ত রায়ের আগেই সেখানে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারকে চাপে রেখেছিল সংগঠনটি।

মসজিদ ধ্বংসের প্রায় ১০ বছর পর ২০০২ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়াকে অযোধ্যার বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের জমিতে খনন কাজ চালানোর নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে প্রতœতাত্তি¡কদের একটি দল।

২০০৩ সালের আগস্টে ৫৭৪ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট কোর্টে জমা দেয় এএসআই। রিপোর্টে সংস্থাটি দাবি করে, বিধ্বস্ত বাবরি মসজিদের নিচে মাটি খুঁড়ে তারা একটি ‘বিশালাকার কাঠামো’ খুঁজে পেয়েছে। তবে সেটা যে কোনো মন্দিরের, এর পক্ষে কোনো প্রমাণ তারা তাদের রিপোর্টে বলেননি।

এএসআই’র এই রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি ওঠে দলের অন্যান্য প্রতœতাত্তি¡কদের মধ্য থেকেই। রিপোর্টকে ‘অস্পষ্ট ও স্ববিরোধী’ নাকচ করে দেয় বাররি মসজিদ মামলার বাদী সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড।

রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি জানানো দুই প্রতœতাত্তিক হলেন সুপ্রিয়া ভার্মা ও জয়া মেনন। উভয়েই সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের পক্ষে এএসআই’র খননকার্যে অংশ নিয়েছিলেন।
এএসআই’র রিপোর্ট এবং এরপর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে ২০১০

সালে ‘ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি’ শীর্ষক জার্নালে একটি প্রবন্ধ লেখেন এই দুই প্রতœতাত্তি¡ক।

প্রবন্ধে তারা বলেন, ‘খননকালে এএসআই এমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে যাতে মনে হয়েছে এএসআইর অন্য সদস্যরা মনে মনে আগেই একটা ফলাফল

তৈরি করে রেখেছিলেন।’
এএসআই’র রিপোর্ট নিয়ে কেন আপত্তি জানিয়েছিলেন সে বিষয়ে স¤প্রতি হাফিংটন পোস্টকে এক সাক্ষাৎকারে সবিস্তারে জানিয়েছেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের পতœতত্ত¡ বিভাগের অধ্যাপক সুপ্রিয়া ভার্মা।

তিনি বলেন, ‘আজও পর্যন্ত এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বাবরি মসজিদের নিচে কোনো মন্দির ছিল।’ তার মতে, ‘মসজিদের নিচে আসলে পুরনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ ছিল।’

ইতিপূর্বে বাবরি মসজিদ এলাকায় আরও বেশ কয়েকবার খনন হয়েছিল বলে জানান ভার্মা। প্রথমবার ১৮৬১ সালে খনন করেন এএসআই’র প্রথম মহাপরিচালক আলেক্সান্ডার কানিংহাম। খোড়াখুড়িতে তিনিও ধ্বংষাবশেষ পেয়েছিলেন। তবে সেগুলো কিছুটা বৌদ্ধ ধর্মীয় স্থাপত্য ও বিহার ধরনের। কিন্তু এ বিষয়ে তার রিপোর্টে কিছু উল্লেখ নেই।

১৯৬৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো খনন করে বারানসি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতœতত্ত¡ বিভাগ। তারা তাদের রিপোর্টে জানায়, ওই এলাকায় প্রাগৈতিহাসকি ও মধ্যযুগেও মানববসতি ছিল। তবে মন্দির বিষয়ক কোনো কথা বলেননি তারা।

নিজেস্ব প্রতিনিধি

উপকূলের আরও কাছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল

বঙ্গোপসাগর থেকে উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’। উপকূলের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে এই ঘূর্ণিঝড়। আবহাওয়াবিদেরা বলছেন, আজ শনিবার সন্ধ্যার পর বুলবুল পশ্চিমবঙ্গ ও খুলনা উপকূল দিয়ে সমতলে আঘাত হানবে।

এ সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার। উপকূলের আটটি জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট,

বরগুনা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা ও চাঁদপুর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

সাগরে বুলবুলের বেগ আরও বেশি। আজ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সবশেষ বিশেষ বুলেটিনে বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ উত্তর-উত্তর পূর্ব দিকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ কিলোমিটার বেগে অগ্রসর হয়ে একই এলাকায় (২১.০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছে।

এটি আজ শনিবার বিকেল তিনটায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৪৫ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ৪৪৫ কিলোমিটার পশ্চিম-দক্ষিণ পশ্চিমে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ২৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে এবং পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ২৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল।

এটি আরও উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে আজ সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ-খুলনা উপকূল

(সুন্দরবনের নিকট দিয়ে) অতিক্রম করতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টির প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

- প্রতিদিন ডেক্স

১৩ জেলায় শনি-রোববারের ছুটি বাতিল, দুটি কন্ট্রোল রুম চালু

অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল মোকাবিলায় প্রস্তুতিসহ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উপকূলীয় ১৩ জেলায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শনি ও রোববারের (৯ ও ১০ নভেম্বর) ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

ছুটি বাতিল করে শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ১৩ জেলা

প্রশাসকের (ডিসি) কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। শনিবার (৯ নভেম্বর) সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাপ্তাহিক ছুটি। আর রোববার (১০ নভেম্বর) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটি ছিল।

যেসব জেলার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে সেগুলো হলো- সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর, নোয়াখালী, ফেনী, ল²◌ীপুর, চাঁদপুর, খুলনা, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম।

শুক্রবার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ‘ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) বাস্তবায়ন বোর্ডে’র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ মোকাবিলার প্রস্তুতিসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে এসব জেলায় সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি বাতিলসহ কর্মস্থল ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ডিসিদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ শনিবার সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাতের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানতে পারে। ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসায় মংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত ও চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
দুটি কন্ট্রোল রুম চালু

বাংলাদেশের উপকূলের দিকে ধেয়ে আসছে অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’। এই ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় কন্ট্রোল রুম খুলেছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড।
গতকার শুক্রবার পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কন্ট্রোল রুম খোলার কথা জানানো হয়।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কন্টোল রুম নম্বর ০১৩১৮২৩৪৫৬০ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল রুম নম্বর ০১৫৫৫২৩৫৩৪৩৩। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড় ‘বুলবুল’ মোকাবেলায় জেলা পর্যায়ে সব প্রস্তুতি গ্রহণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দুর্যোগকালীন কর্মকর্তাসহ সবার ছুটি বাতিল করা হয়েছে এবং নিজ নিজ কর্মস্থলে দুর্যোগ মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করতে নির্দেশ করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিনিধি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ইসলাম আলমগীর সাবেক মেয়রের শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সরকারের উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। তারপরেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম নিজের ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন,

সাদেক হোসেন খোকার পরিবার ট্রাভেল পারমিটের জন্য আবেদন করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাদেক হোসেন খোকা মারা যাওয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে সেই আশ্বাস পুনরায় ব্যক্ত করা হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি